১৫ আগস্ট ইতিহাসের বিষাদময় অধ্যায়।

                              সুপ্তি মৈত্র

                         প্রভাষক (গণিত)

               শহীদ জননী মহিলা মহাবিদ্যালয়,

                    নাজিরপুর, পিরোজপুর।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকের দিন। বাংলার আকাশ বাতাস আর প্রকৃতির  অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। ৭৫ এর এই দিনে শ্রাবণ আর ভাদ্রের সন্ধিক্ষণ মিলে মিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেড়া অশ্রুর প্লাবনে।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট ছিল শুক্রবার। ফজরের আজান শুরু হয়েছে মাত্র। রাতের অন্ধকারের  শেষ রেশটুকু ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। সেই কালো রাতে ঘাতকের দল ছুটে এলো বাংলার ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পাখির কান্নার শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল বাঙালি জাতি। ভোরের আকাশে সেদিন মাখানো ছিল রক্তের ছোপ। সেদিনের সকাল এসেছিল বাঙালির কাছে রক্তরাঙা হয়ে। এই দিনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই দিনটিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায় এর সূত্রপাত হয়। এটি ছিল বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ নিন্দনীয় অধ্যায়। সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় উশৃংখল সেনা সদস্য  বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে জাতির ভাগ্যাকাশে কলঙ্কতিলক লেপন করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ শুধু  জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হারাননি বিশ্ব হারিয়েছেন একজন শ্রেষ্ঠ দেশ প্রেমিক নেতাকে। তাইতো শিল্পীর কন্ঠে শুনতে পাই

"যদি রাত পোহালে শোনা যেত

 বঙ্গবন্ধু মরে নাই

 যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই

তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা

আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।"

    ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট ছিল বাঙালি জাতির জীবনে একটি কালো অধ্যায় তাই জাতি এই দিনটি পালন করে শোকের মধ্য দিয়ে। কেননা যিনি জাতির জনক তাকে যদি এভাবে নির্মমভাবে খুন হতে হয় তাহলে এর চেয়ে বড় বেদনার মুহূর্ত ঐ জাতির জন্য আর হয় না। তাই এই দিনটি এই দেশের ১৬ কোটি মানুষ গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পিছনে রয়েছে  অনেক দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধুকে  হত্যার সকল দুরভিসন্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও পাকিস্তানের চক্র এবং তাদের এদেশীয় দালালদের গোপন কথা আজ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন মানুষ বুঝতে পেরেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলাদেশের নাম  চিরতরে মুছে ফেলবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কিন্তু তাদের সেই বিশ্বাসঘাতকতা উচ্চ বিলাসী ধ্যান-ধারণা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারেনি। তারা জানত না সূর্য অস্তমিত হলেই তারপর জোনাকি জ্বলে। কিন্তু জোনাকিরা কখনোই সূর্যের বিকল্প হতে পারে না।

তাইতো কবি লিখেছেন

"আমরা বাঙালি যতদিন বেঁচে রব এই বাংলায়

স্বাধীনবাংলা ডাকবে, মুজিব আয় ঘরে ফিরে আয়। "

"মুজিব মানে এক ভূগোলের নির্মাতা,

মুজিব মানে বাঙালির জাতীয়তা। "

বাঙালি জাতির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে এক সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। বিবিসির জরিপে শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের  তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সবার শীর্ষে। বাংলাদেশের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর নাম আপনা থেকেই এসে যায়। তাঁর আহ্বানে একদিন জেগে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। দ্বিধা বিভক্ত পরাধীন জাতিকে সুসংগঠিত করে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সহজ কাজ নয় অথচ এই কঠিন কাজটি বঙ্গবন্ধু খুব সহজেই করেছিলেন। স্বাধিকার  থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান অসীম দক্ষতার সাথে। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাহার বিপুল খ্যাতি। অথচ সবার সেরা আর বাঙালির প্রাণ প্রিয় এই নেতাকে ঘাতকরা নির্মমভাবে হত্যা করলো। একইসাথে হত্যা করেছে ১৬ কোটি বাঙালির পিতাকে, হত্যা করেছে স্বাধীনতার রক্তিম  সূর্যকে। বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায় রচিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট। এই দিনে পিতৃহীন হলো বাঙালি। যে জাতি মাত্র সাড়ে তিন বছর আগে বুকের রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে   স্বাধীনতার সূর্য, সেই জাতি কলঙ্কিত হলো পিতৃ  ঘাতক হিসাবে। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে বাঙালি জাতি। আর বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করে জাতির পিতা কে।

"যতদিন রবে পদ্মা যমুনা

গৌরী মেঘনা বহমান

ততদিন রবে কীর্তি তোমার

শেখ মুজিবুর রহমান। "

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের বেদনাদায়ক ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। বিভিন্ন পৈশাচিক ও নরকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের কষ্টার্জিত মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ রাতারাতি ধ্বংস করে একাত্তরের পরাজিত পাকিস্তানের দোসরা।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জীবন্ত ইতিহাস। বাংলাদেশের ইতিহাসের অস্তিত্বের সঙ্গে তার নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে মানুষটি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে না তাকিয়ে দেশের জন্য দুঃখী মানুষের জন্য জীবনের বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রঙে এঁকে গেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব, সেই মহান মানুষটাকে তাঁরই দেশের মানুষ নির্মম জল্লাদের মত রাতের অন্ধকারে সপরিবারে নিহত করলো, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল দুনিয়ার বুক থেকে। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে কি বিচিত্র এই জাতি,কতটা অকৃতজ্ঞ আমরা। কিন্তু সত্যি কি শেখ মুজিবের মৃত্যু হয়েছে বাঙালির হৃদয় থেকে? না, কখনোই হতে পারে না, তাইতো আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে :

"শোনো একটি মুজিবরের কন্ঠ থেকে

 লক্ষ মুজিবরের স্বরের ধ্বনি -প্রতিধ্বনি

আকাশে বাতাসে ওঠে রণি। "